ঝিনাইদহে নার্সদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সকে স্বতন্ত্র ডিগ্রি হিসেবে গণ্য করার দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট নার্সেস ইউনিয়ন ঝিনাইদহ জেলা শাখা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির সদস্যসহ বিভিন্ন প্রতিষ্টানের নার্সরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠটির জেলা শাখার সভাপতি জুয়েল মন্ডল, সহ-সভাপতি আরিফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক উৎস কুমার বিশ্বাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ডিপ্লোমা নার্সদের ডিগ্রি স্বীকৃতি না থাকায় পেশাগত জীবনে তারা নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। তাই দ্রুত সময়ের মধ্যে ডিপ্লোমা নার্সিং কোর্সকে সম্মানজনক ডিগ্রি হিসেবে ঘোষণা করার জোর দাবি জানান তারা।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ও পেশাজীবী নার্সরা। তারা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার হাতে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

ঝিনাইদহে ঘাতক ট্রাকের চাপায় প্রাণ গেল নৈশ প্রহরীর

ঝিনাইদহ শহরের হামদহ আলহেরা মোড়ে ট্রাকের চাপায় বাদল মোল্লা
(৫৫) নামের এক নৈশ প্রহরীর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (২৩ এপ্রিল) সকাল ৫ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে। নিহত বাদল মোল্লা সদর উপজেলার ছোট কামারকুণ্ডু উত্তর পাড়া গ্রামের মোকছেদ আলীর ছেলে এবং সে আলহেরা মোড় এলাকায় নৈশ প্রহরীর দায়িত্ব পালনকারী।

স্থানীয়রা জানায়, ভোরে দায়িত্ব পালনের এক পর্যায়ে রাস্তার পশ্চিম পাশে দাড়িয়ে ছিল বাদল মোল্লা। সেসময় কালীগঞ্জ থেকে ঝিনাইদহ শহরগামী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় বাদল মোল্লা।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক তানভীর হাসান জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসে এবং মৃতদেহটি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মহাসড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ (ডিএম) ডিগ্রি কলেজের মাঠে বসতি স্থাপনা নির্মাণের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শেখপাড়া এলাকায় তারা ঘণ্টাব্যাপী এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে।
এ সময় শিক্ষার্থীরা মহাসড়কের উপরে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করে।

অবরোধ চলাকালে শিক্ষার্থীরা, ‘কলেজ মাঠে স্থাপনা মানি না মানব না’, ‘অবৈধ স্থাপনা মানি না মানব না’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে। পরে বেলা সাড়ে ১২টায় যৌক্তিক সমাধানের প্রতিশ্রুতিতে মহাসড়ক ছেড়ে দেয় শিক্ষার্থীরা। তবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে স্থাপনা না সরালে আবারও রাস্তায় নামবে বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে।

জানা গেছে, কলেজ মাঠের ২৭ শতাংশ জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। কয়েকদিন

আগে জমির প্রকৃত মালিক কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণ করলে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে সরব হয়। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণের ফলে আমরা খেলাধুলা করতে পারছি না। কলেজের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণ আমরা মানব না, আমরা সুষ্ঠু সমাধান চাই। তা না হলে আমরা আরও কঠোর আন্দোলনে যাব।

শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ (ডিএম) ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. আসাদুর রহমান জানান, জমিটি এওয়াজ করা হয়েছিল, রেজিষ্ট্রি না থাকায় সেখানে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে, একারণে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করেছে। আশা করি দ্রুতই এর সুন্দর সমাধান হয়ে যাবে। স্থাপনা নির্মাণকারীদের কাউকে পাওয়া যায়নি তাই এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা

জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর গ্রামে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলকারীরা ব্যবসায়ী ও তার পরিবারের সদস্যদের পিটিয়ে বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও গহনা লুট করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সকালে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার ভিডিও সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভুক্তভোগী মহারাজপুর গ্রামের কাপড় ব্যবসায়ী এনামুল হক অভিযোগ করেন বলেন, আমি দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার কারণে পারিবারিক সুত্রে পাওয়া আমার ৩৮ শতক জমি আমার ভাইয়েরা কৌশলে রেজিস্টি করে নেয়। আমার নিজের জমিও তারা দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে। আমি দেশে ফিরে দিনের পর দিন জমি ফেরত চাইলে তারা নানা তালবাহানা শুরু করে। আমি চাপ দিলে সম্প্রতি তারা আমাকে মারধরের হুমকি দেয়।

এরই জের ধরে গতকাল সকালে আমার ভাই মুস্তাক, তক্কেল, মোফাজ্জেল তোজাম্মেলসহ আরও কয়েকজন আমার বাড়িতে এসে হামলা চালায়। আমি ও আমার পরিবারের সদস্য বেধড়ক মারপিট করে ঘরে থাকা জমি বিক্রির ৭

লাখ টাকা ও স্বর্ণের গহনা লুট করে নিয়ে যায়। পরে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায়।

মারধরের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও এ ব্যাপারে অভিযুক্ত মুস্তাক আহম্মেদ বলেন, আমরা কিছু করিনি। উল্টো এনামুলই আমাদের মারধর করেছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মহারাজপুরের ঘটনাটি শুনেছি। এ ঘটনায় অভিযোগ দিলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ ঘোষণার বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন

ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ ঘোষণার বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্যজোট আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটি।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির জেলা শাখার নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা শিক্ষকরা অংশ নেয়। সেসময় সংগঠনটির জেলা শাখার আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, সদস্য সচিব ফাতিমা ফারহানাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা জানান, গত ২৮ জানুয়ারি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের দ্রুত জাতীয়করণ করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হলেও তা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। সরকারের দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ায় শিক্ষকরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ। বক্তারা দ্রুত জাতীয়করণের ঘোষণার বাস্তবায়ন না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।

ঝিনাইদহে করনীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহে বিশেষ বিদ্যালয়সমূহের স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির দাবিতে করনীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে শহরের তামান্না পার্কের মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদ।

সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ইলিয়াস রাজ। প্রধান বক্তা ছিলেন মুখ্য সমন্বয়ক গাউছুল আজম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রিমা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক আকুল শেখ।

সভায় বক্তারা বলেন, “দেশের হাজারো প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরকে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে বিশেষ বিদ্যালয়গুলোর সরকারিভাবে স্বীকৃতি এবং এমপিওভুক্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।”

তারা আরও বলেন, শিক্ষকদের ন্যায্য সম্মানী, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় এসব বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনায় নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হচ্ছে। আগামী ২০ এপ্রিলের মধ্যে তাদের দাবী মানা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুশিয়ারি দেন তারা।

সভায় ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহে জনসচেতনতা সম্পর্কিত সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে “গ্রাম আদালত কার্যক্রম” সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার- প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে জেলা সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয় সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়।

এছাড়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, বাংলাদেশ গ্রাম আদালত মোঃ রাহিদুল ইসলাম, উপ পরিচালক সমাজ সেবা অধিদপ্তর আব্দুল কাদের, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রোগ্রামার মুন্সী ফিরোজা, বিভিন্ন উপজেলার প্রকল্প সমন্বয়কারী, এনজিও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমন্বয় সভায় বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩ পর্যায়) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং স্থানীয় সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালতের সমস্যা ও সমাধানের বিভিন্ন বিষয়ে তুলে ধরা হয়। প্রচার-প্রচারনায় অংশীজনদের সহযোগীতার বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

বাকীর টাকা চাওয়ায় দোকানীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঝিনাইদহে দোকান বাকীর পাওনা টাকা চাওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের বাদপুকুরিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোহাম্মদ আলী (৫৮) একই গ্রামের মৃত কেনু মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। তারা হলেন আসাদুল ইসলাম (১৯), তার বাবা আশকর আলী (৬২) ও আশকর আলীর স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে মুদি দোকানী মোহাম্মদ আলী ৮৪০ টাকা বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য আসাদুল ইসলামের কাছে যান। ওই সময় আসাদুল, তার বাবা আশকর আলী ও আশকর আলীর স্ত্রী মিলে মোহাম্মদ আলীকে বেধড়ক মারধর করেন।

এক পর্যায়ে মোহাম্মদ আলী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এসময় স্থানীয়রা তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে পৌছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেণ।

নিহতের ছেলে মশিয়ার রহমান বলেন, দোকান বাকির টাকা চাইতে গেলে সন্ত্রাসীরা আমার বাবাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। আমরা যেন মামলা না করি, তার জন্য তারা নানান রকম চাপ দিচ্ছে। আমি এই হত্যার বিচার চাই। আমরা হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করবো।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ঘটনায় এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। তবে ঘটনা জানার পরই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ৩ দিনব্যাপী নারী উদ্যোক্তা মেলা শুরু

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী নারী উদ্যোক্তা মেলা। সোমবার পহেলা বৈশাখ সকালে শহরের ফ্যামেলি জোনে এই মেলার আয়োজন করে ‘পণ্য প্রসার’ নামের একটি স্থানীয় সংগঠন।

মেলায় ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ২০ জন নারী উদ্যোক্তা তাদের তৈরি ও উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় করছেন। হস্তশিল্প, পোশাক, ঘর সাজানোর সামগ্রীসহ বিভিন্ন পণ্যে

ভরপুর এই মেলায় দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

আয়োজকরা জানান, এই মেলার মাধ্যমে নারীদের নিজস্ব পণ্যের প্রচার ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করাই তাদের মূল লক্ষ্য। মেলা চলবে আগামী তিন দিনব্যাপী প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

আয়োজক পণ্য প্রসারের স্বত্তাধীকারী আনোয়ার ফিরোজ মাসুম বলেন, “নারীদের এগিয়ে নিতে হলে তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হবে। এই মেলার মাধ্যমে তারা যেমন নিজেদের তৈরি পণ্য বিক্রির সুযোগ পাচ্ছেন, তেমনি ক্রেতাদের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছেন। এতে উদ্যোক্তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং তারা আরও বড় পরিসরে কাজ করার উৎসাহ পাবেন।”

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে নববর্ষ উদযাপন

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হয়েছে।

পহেলা বৈশাখ সোমবার সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় আনন্দ শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গ্রামীণ খেলাধুলা ও পান্তা- ইলিশের আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেয় প্রশাসন, স্থানীয়রা।

এদিন সকাল ৮ টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে বের হয় আনন্দ শোভাযাত্রা। নানা রঙের ব্যানার, মুখোশ, ঢাক-ঢোল ও ঐতিহ্যবাহী বাংলার নানা প্রতীক নিয়ে হাজারো মানুষ অংশ নেয় এই শোভাযাত্রায়। এতে অংশ নেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, পুলিশ সুপার মঞ্জুর মোর্শেদসহ সরকারি কর্মকর্তা, সাংস্কৃতিক কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ।

শোভাযাত্রা শেষে পুরাতন ডিসি কোর্ট মুক্তমঞ্চে স্থানীয়

শিল্পীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে লোকগান, নৃত্য, আবৃত্তি ও নাট্য পরিবেশনার মাধ্যমে বাংলার লোকজ সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়।

এছাড়া সকাল ১০ টায় ঝিনাইদহে জেলা বিএনপির আয়োজনে উজির আলী স্কুল মাঠ থেকে একটি র্যালি বের করা হয় । র্যলিটি বিভিন্ন ধরনের ব্যানার, ফেষ্টুন, প্লাকার্ডসহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয় । র্যালিতে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সভাপতি এমএ মজিদ । এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সিনিয়র সহ-সভাপতি কামাল আজাদ পান্নু, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল মজিদ বিশ্বাসসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন দিনব্যাপী নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশনা আয়োজন করে।